দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 23 JAN 2007
পৃষ্ঠা ... ১ কলাম ... ৮

সোমবার জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে পুলিশ বিক্ষোভরত ছাত্রদের লাঠিপেটা করে —আজিজুর রহীম পিউ

জগন্নাথ ভার্সিটিতে শিক্ষার্থী-পুলিশ সংঘর্ষে আহত অর্ধ শতাধিক

সড়ক অবরোধ গাড়ি ভাংচুর ॥ গ্রেফতার আট

॥ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংবাদদাতা ॥

গতকাল সোমবার জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণ শিক্ষার্থী ও পুলিশের সংঘর্ষে পুলিশ, ছাত্র ও পথচারীসহ অর্ধশতাধিক আহত হয়েছে। পুলিশ আটক ৮ ছাত্রকে গ্রেফতার করেছে। সংঘর্ষকালে ক্যাম্পাসের সামনের রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। বাংলাবাজার বালিকা বিদ্যালয়, কবি নজরুল কলেজ ও জজ কোর্ট মোড় পর্যন্ত সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে। সদরঘাট এলাকায় যানজটের সৃষ্টি হয়। শিক্ষার্থীরা অর্ধশতাধিক রিকশা ও গাড়ি ভাংচুর করে।

২০ জানুয়ারি সাধারণ শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে ৭ দফা দাবি পেশ করে। দাবিগুলো হলোঃ বেদখল হল উদ্ধার, পরিবহনে পর্যাপ্ত গাড়ির ব্যবস্থা, নতুন শিক্ষক নিয়োগ, ক্যাম্পাস থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের অফিস স্থানান্তর, মেইন গেটে স্পীডব্রেকারের ব্যবস্থা, সকল শিক্ষার্থীকে পরিচয়পত্র প্রদান ও পাবলিক (২য় পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

জগন্নাথ ভার্সিটিতে

(প্রথম পৃঃ পর)

বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অসমতা দূর করা। ঐদিন বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন থেকে দুই মাসের মধ্যে শিক্ষার্থীদের কিছু দাবি মেনে নেয়ার কথা বলা হয়। এতে শিক্ষার্থীরা সন্তুষ্ট হতে পারেনি। দাবি আদায়ে গতকাল সকাল ১০টায় তারা ক্লাস বর্জন করে ক্যাম্পাসে মিছিল করে। মিছিল শেষে টিপি ভবনের সামনে অবস্থান নেয়। পৌনে ১২টায় পুলিশ ভাস্কর্যের কাছে ছাত্রদের ডেকে নেয়। এ সময় পিছন থেকে এক পুলিশ সদস্য শামীম নামে এক শিক্ষার্থীকে আঘাত করে। ছাত্ররাও পুলিশের উপর হামলা চালায়। ভবনগুলোর উপরে উঠে ছাত্ররা পুলিশের উপর ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। পুলিশও পাল্টা ইটপাটকেল ও রাবার বুলেট নিক্ষেপ করে। ১২টার দিকে পুলিশ হ্যান্ডমাইকে ডেকে শিক্ষার্থীদের জড়ো করে। ছাত্ররা ভাস্কর্যের নিকটে মিলিত হলে পুলিশ পুনরায় লাঠিচার্জ করে। ছাত্ররা ক্যাম্পাস থেকে বের হতে বাধ্য হয়। মাইকে পুলিশ শিক্ষার্থীদের ক্যাম্পাস ত্যাগ করার জন্য বলে। শত শত শিক্ষার্থী গেটের সামনে সড়ক অবরোধ করে। যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। দুপুর ১টায়, পুলিশ পুনরায় ক্যাম্পাসের বাইরে ছাত্রদের উপর বেধড়ক লাঠিচার্জ করে। এতে অনেক পথচারীও আহত হয়। সংঘর্ষ শেষে প্রোক্টর অধ্যাপক আবুল খায়েরের নেতৃত্বে কয়েকজন শিক্ষক ক্যাম্পাসের বাইরে আসেন এবং একাধিক ছাত্রকে গ্রেফতারের আদেশ দেন। সংঘর্ষকালে গুরুতর আহতরা হচ্ছেঃ পুলিশ কনস্টেবল আলী আকবর, শফিকুল ইসলাম, ছাত্র ইয়াসীন আরাফাত, দানেশ, শফিকুল হক, শাহিন, লাবু, রুমী, বাবলু, মোহাম্মদ আলী, আকবর এবং পথচারী নাহিদ, কাওসার ও সানাউল্লাহ। গ্রেফতারকৃতরা হচ্ছেঃ হিটলার, সজীব, জহিরুল ইসলাম, শামসুজ্জামান, মোহাম্মদ আলী, প্রীতিকান্ত, আল মামুন, ফারুক ইসলাম শামীম ও গোলাম ইয়াসিন।

সংঘর্ষের বিষয়ে কোতোয়ালী থানার সেকেন্ড অফিসার দেলোয়ারসহ একাধিক পুলিশ অফিসার বলেন, প্রথম থেকে যদি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ছাত্রদের নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করতো তাহলে সংঘর্ষ হতো না। ভিসি ড. সিরাজুল ইসলাম বলেন, ছাত্রদের সকল দাবি বিবেচনার আশ্বাস দেয়া হয়েছে। ছাত্ররা কেন সংঘর্ষে লিপ্ত হলো জানি না। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, দুই মাস আগে পরিবহন উন্নয়ন কমিটি করা হয়েছে। ঐ কমিটির ব্যর্থতার কারণে গাড়ি ক্রয় হয়নি। জগন্নাথ কলেজে হল ছিল কিনা আমার জানা নেই। নতুন হল নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেই। এটি একটি নন-রেসিডেনশিয়াল ইউনিভার্সিটি। শিক্ষার্থীরা এ মাসে তাদের দাবি মেনে নেয়া না হলে ১ ফেব্রুয়ারি থেকে লাগাতার ধর্মঘট করবে।